যুগান্তর

তারিখ 27 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বরিশালে মাধ্যমিক শিক্ষায় দুর্নীতি

দুর্নীতির বিষবৃক্ষ শেকড় বিস্তার করিয়াছে শিক্ষাঙ্গনেও। ইহা খুবই উদ্বেগজনক। বরিশালের মাধ্যমিক শিক্ষার দুর্নীতি-অনিয়ম সম্পর্কিত এক ভয়াবহ চিত্র পাওয়া গিয়াছে। যুগান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, বরিশাল অঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে কোটি কোটি টাকা হাতাইয়া লইতেছে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। ইহার একাংশও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাইতেছে না। ভাগবাটোয়ারা হইতেছে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে। মাধ্যমিক শিক্ষায় দুর্নীতির এই ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ করিয়াছে টিআইবির সহযোগী একটি সংগঠন। সচেতন নাগরিক কমিটি নামক সংগঠনটি শহর এবং গ্রামাঞ্চলের ৫০টি এলাকায় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে ৩৮২টি পরিবারের উপর জরিপ চালায়। সম্প্রতি পরিচালিত এই জরিপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গনের নানাবিধ দুর্নীতির নগ্নরূপ। শতকরা ৪১ জন শিক্ষার্থীই জানাইয়াছে, প্রাইভেট পড়িলে শিক্ষকরা প্রশ্ন বলিয়া দেন। অর্থাৎ এই সকল শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁস করেন। ২৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী বলিয়াছে, নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট প্রাইভেট না পড়িলে পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়াসহ নানারকম বিরূপ আচরণের শিকার হইতে হয়। ইহা ছাড়াও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বেতন, ফি আদায়ের অভিযোগ রহিয়াছে। সবচাইতে বেশি দুর্নীতি হয় উপবৃত্তির ক্ষেত্রে। ইহা একটি পুরাতন সমস্যা। দেশের সকল অঞ্চলেই উপবৃত্তি সংক্রান্ত দুর্নীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। বরিশাল অঞ্চলে উপবৃত্তির অর্থ পাইতে উৎকোচ প্রদানের অলিখিত নিয়ম চালু হইয়াছে। ইহার সঙ্গেও অনেক শিক্ষক জড়িত। এমনকি জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেও ঘুষ দিতে হয়। ৮৩ ভাগ শিক্ষার্থীর নিকট হইতে এই অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত বেতন-ফি আদায় বাবদ কোন রসিদও প্রদান করা হয় না। অর্থাৎ সকল কিছু মিলাইয়াই বরিশাল অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চলিতেছে দুর্নীতি আর নৈরাজ্য। এই দেশের সকল সেক্টরের ন্যায় শিক্ষাক্ষেত্রটিও দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা খুবই আশংকাজনক। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। দুর্নীতি-অনিয়মের ঘুণপোকা যদি এই মেরুদণ্ডের অস্থিমজ্জা খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে গোটা জাতিকে মুখ থুবড়াইয়া পড়িতে হইবে। শিক্ষকদের বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। তাহাদের পেশাকে বলা হয় মহৎ পেশা। এইখানে যদি ক্রিস্টাইলে দুর্নীতি চলে তাহা হইলে বাকি রহিল আর কী! মাধ্যমিক স্তর শিক্ষাজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এই সকল দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষক কচি-কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কী শিক্ষা দিবেন? অর্থ-কড়ির বিনিময়ে শিক্ষার্থীদের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলেন একদল অসাধু শিক্ষক— ইহার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে। শিক্ষার ন্যায় মহৎ পেশাকেই তাহারা কেবল কলুষিত করিতেছেন না, জাতিকে মেধাশূন্য করিবার মতো দুষ্কর্মেও লিপ্ত। উপযুক্ত তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে গোটা জাতিকে অচিরেই ইহার খেসারত দিতে হইবে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ত্বরিত পদক্ষেপ লইবে, ইহাই প্রত্যাশা।